যুগান্তর

তারিখ 15 FEB 2016
পৃষ্ঠা 20 কলাম 2

চুরির অভিযোগ

পবায় দুই কিশোরকে নির্মমভাবে নির্যাতন

রাজশাহী ব্যুরো

রাজশাহীর পবা উপজেলার চৌবাড়িয়া গ্রামে মোবাইল ফোন চুরির কথিত অভিযোগে দুই কিশোরকে দড়ি দিয়ে বেঁধে নির্মমভাবে নির্যাতন করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। শুক্রবার বিকালে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত ১১ জনের বিরুদ্ধে পবা থানায় শিশু নির্যাতন আইনে একটি মামলা হয়েছে। ১১ আসামির মধ্যে একজন সেনা সদস্য ও র‍্যাবে কর্মরত একজন পুলিশ সদস্যও রয়েছেন।

র‍্যাব ও সেনাসদস্যসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে মামলা

নির্যাতনের শিকার ওই দুই কিশোর হল জাহিদ হাসান (১৫) ও ইমন আলী (১৩)। শনিবার রাতে পবা থানায় এজাহার দেন জাহিদের বাবা পবা উপজেলার চৌবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা ইমরান হোসেন। এ ঘটনায় রোববার দুপুরে পুলিশ আজিজুল ইসলাম নামের একজনকে গ্রেফতার করেছে। **নির্যাতন : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫**

নির্যাতন : কিশোরকে নির্মমভাবে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

নির্যাতনের শিকার জাহিদকে পবা উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসা দেয়া হলেও কিশোর ইমন ঘটনার পর থেকে নিখোঁজ রয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দুই কিশোরকে নির্যাতনের ভিডিও শনিবার এলাকায় প্রচার হলে তোলপাড় সৃষ্টি হয়। নির্যাতিত জাহিদ চৌবাড়িয়া এলাকার ইমরান হোসেনের ছেলে ও ইমনের বাবার নাম মাসুদ রানা। ইমনের বাবা-মা কেউই বেঁচে নেই। এর মধ্যে জাহিদ স্থানীয় বাগসারা হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। পিতৃ-মাতৃহীন ইমন এলাকার মকবুল হোসেন নামে একজনের বাসায় কাজ করত।

পবা থানা পুলিশ জানায়, শুক্রবার সকালে চৌবাড়িয়া এলাকার ফজলুর রহমানের ছেলে রাকিবুল হাসানের একটি মোবাইল ফোন চুরি হয়। ফোন চুরির অভিযোগে রাকিব ও তার সহযোগীরা ওই দিন সকালে ইমনকে ও বিকালে জাহিদকে ধরে নিয়ে যায়। রাকিবকে বাড়িতে নিয়ে দুই কিশোরকে দড়ি দিয়ে হাত-পা বেঁধে লাঠি দিয়ে বেদম প্রহার করে। বিকাল সাড়ে ৩টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত দুই কিশোরকে মোবাইল ফোন চুরির স্বীকারোক্তি আদায়ে পালাক্রমে চলে নির্যাতন। এই নির্যাতনে অংশ নেয় রাকিবসহ ১১ জন।

অভিযোগমতে, রাকিব ছাড়াও নির্যাতনে অংশ নেয় র‍্যাব সদর দফতরে কর্মরত পুলিশ সদস্য সাগর আলী, পলাশ হোসেন, সেনা সদস্য নাসির উদ্দিন, জামাল উদ্দিন, আবদুর রাজ্জাক, অনিক ইসলাম ও তুহিনসহ ১১ জন। এদিকে নির্যাতনের সময় তাদেরই একজন মোবাইল ফোনে পুরো দৃশ্য ধারণ করে। নির্যাতনের পরও ফোন চুরির স্বীকারোক্তি না পেয়ে জাহিদ ও ইমনকে শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টায় ছেড়ে দেয়া হয়। কিশোর জাহিদকে পরিবারের সদস্যরা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করলেও ইমন এখন পর্যন্ত নিখোঁজ রয়েছে।

পুলিশে অভিযোগকারী জাহিদের বাবা ইমরান হোসেন জানান, শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে তার ছেলেকে পবা উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। জাহিদের শরীরের বিভিন্ন স্থান ফুলে গেছে লাঠির আঘাতে। অন্যদিকে ছাড়া পাওয়ার পর ইমন আরও নির্যাতনের ভয়ে রাতেই এলাকা ছেড়ে চলে যায়।

চিকিৎসাধীন কিশোর জাহিদ হাসান জানায়, তাকে নির্যাতনকারীদের মধ্যে নাসির উদ্দিন একজন সেনা সদস্য। বগুড়া সেনানিবাসে চাকরি করেন। তিনি ছুটি নিয়ে বাড়িতে এসেছেন এবং তাকে নির্যাতন করেছেন।

ভিডিওচিত্রে দেখা যায়, সেনা সদস্য লাঠি দিয়ে দুই শিশুকে বেদম প্রহার করে। র‍্যাব সদস্য সাগরও দুই কিশোরকে নানা কায়দায় নির্যাতন করে। নির্যাতনের শিকার দুই কিশোর বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করলেও নির্যাতনকারীদের ভয়ে কেউ তাদের উদ্ধার এগিয়ে যাওয়ার সাহস পায়নি। তবে নির্যাতনের একপর্যায়ে নিজেরাই দুই কিশোরকে ছেড়ে দেয়।

কিশোর জাহিদের বাবা ইমরান অভিযোগ করে বলেন, 'জাহিদকে নির্যাতনের পর থেকেই নাসির এবং তাদের লোকজনের পক্ষ থেকে অব্যাহত হুমকি দেয়া হচ্ছিল যেন থানায় অভিযোগ না করি।' হুমকি সত্ত্বেও তিনি শনিবার রাতে থানায় এ ব্যাপারে একটি এজাহার দেন।

দুই কিশোর নির্যাতনে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া প্রসঙ্গে পবা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শরিফুল ইসলাম বলেন, দুই কিশোরকে নির্যাতনের অভিযোগে শনিবার রাতে একটি এজাহার পাওয়ার পর প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা মেলে। রাতেই দুই কিশোরকে নির্যাতনের অভিযোগে ১১ জনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা রেকর্ড করা হয়। রোববার দুপুরে এজাহারভুক্ত আজিজুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি জানান, আইন অনুযায়ী সব আসামির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।